দৈনিক
ইনকিলাব

8 JUL 2008

পানপুঞ্জিতে প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয় আদিবাসীদের বিশাল প্রাপ্তি

আজিজুল ইসলাম, কুলাউড়া থেকে

'বর্মারিত কি লেইট স্কুল' অর্থাৎ খুকি যায় স্কুলেতে- তাই তো ছোট্ট খুকির মায়ের চোখে-মুখে আনন্দের ঝিলিক। আদিবাসী খাসিয়া নারী শান্তি (৩৫)-এর কথা থেকে খুব সহজে বোঝা যায়, ওদের মনের অভিব্যক্তি। কুলাউড়ার পাহাড়ি জনপদে বসবাসরত আদিবাসী খাসিয়া ও গারো জনগোষ্ঠীর মাঝে এমন খুশির আবাদন এনে দিয়েছে বিভিন্ন পানপুঞ্জিতে শিক্ষা কার্যক্রম অর্থাৎ প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয় শুরু হওয়ায়। পাহাড়িরা বিশ্বাস করে, সেরজিন জায় উবা অল্প দিয়া অর্থাৎ দুঃখ বাড়ে অলস হলে। তাই তো ওরা পরিশ্রমী। পাহাড়েই এদের বসবাস। তাদের সন্তানরা লেখাপড়া করতে পারবে, তা কোনদিন কল্পনাও করত না। কেননা, যে পানপুঞ্জিতে তারা বসবাস করে তা থেকে বস্তি অর্থাৎ বাঙালি জনবসতির দূরত্ব সর্বনিম্ন ৪ থেকে ৫ কিলোমিটার। এতদূর পথ হেঁটে শিশুদের স্কুলে পাঠানোর কথা কল্পনাও করত না আদিবাসীরা। নানা ঘাত-প্রতিঘাত মোকাবেলা করে তারা শিশুদের লেখাপড়া করানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। ফলে অনেকে তাদের সন্তানদের শহরে রেখে লেখাপড়া করানোর চেষ্টা করছেন। কিন্তু ভাষাগত বিপত্তির কারণে বেশিরভাগ আদিবাসী শিশু বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ত। এনগিন পুলে নাকা কিতিয়েন আই নেই, এমগিন দু'দাকা কিতিয়েন আই নেই অর্থাৎ মায়ের ভাষায় পড়ব, মায়ের ভাষায় শিখব— পড়ালেখার পদ্ধতিটা যদি হয় এমন তাহলে আদিবাসী শিশু এমিলা (৭), ধর্মিলা (৬), উর্মিলা (৪) এদের কারও সমস্যা নেই। যার স্কুলে যাওয়ার বয়স হয়নি, সেও ছুটছে স্কুল পানে। কুলাউড়া উপজেলার ছোট-বড় ৩৯টি পানপুঞ্জির মধ্যে ৫টিতে চালু হয়েছে প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয় কার্যক্রম। এসব বিদ্যালয়ে আদিবাসী শিশুরা তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়ালেখা করবে তাদের মায়ের ভাষায়। তার পাশাপাশি শিখবে বাংলা ভাষা। সরজমিন উগারছড়া ও ইছাছড়া পানপুঞ্জির প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গেলে ছোট্ট ছোট্ট আদিবাসী শিশুরা খুব্লেই (স্বাগতম) বলে এগিয়ে এসে করমর্দন করে। ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে ছোট্ট শিশুরা জড়ো হয় স্কুলের সামনে। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে সম্মান প্রদর্শন, তারপর সমস্বরে গেয়ে ওঠে জাতীয় সঙ্গীত। এই স্কুলগুলো শুরু হওয়ার আগে আদিবাসী শিশু অর্থাৎ ছেলে শিশু হলে বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়াত, নয় তো কোন পাহাড়ি ঝরনায় খেলায় মেতে থাকত, আর মেয়ে শিশুরা মায়ের সঙ্গে যেত পানজুমে, শিশুরা যেন ছোটকাল থেকেই তাদের মা-বাবার কাজের কৌশল রপ্ত করত। আর এখন শিশুদের সব খেলা যেন স্কুলকেন্দ্রিক, এর পেছনে রয়েছে একটা গোপন রহস্য। আর তা হল ক্লাসের ফাঁকে নিজস্ব সংস্কৃতির গান, নাচসহ বিনোদনমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা, স্কুলে নিযুক্ত শিক্ষিকারা দিয়ে যাচ্ছেন নিরলস শ্রম।

উগারছড়া স্কুলের সামনে আদিবাসী শিক্ষার্থীরা — যুগান্তর

উগারছড়া ও ইছাছড়া প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা নিরালা মন ও হাছিনা সুংগ তাদের স্কুলের শিক্ষার্থীদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। তারা জানান, এই স্কুলে ক্লাস থ্রি পর্যন্ত পড়ে যখন আদিবাসী শিক্ষার্থীরা অন্য বিদ্যালয়ে যাবে তখন আর তাদের বাংলা পড়তে বা বলতে কোন সমস্যা হবে না। ফলে আদিবাসী শিশুরা আর শিক্ষালাভ থেকে বঞ্চিত হবে না। আদিবাসী এসব শিশুর শিক্ষা কার্যক্রমের উদ্যোগ নিয়েছে ডানিডা, অক্সফাম, জিবি বাংলাদেশ। তারা 'অনগ্রসর গণউন্নয়ন প্রকল্প' নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। স্থানীয় পর্যায়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের দায়িত্ব পেয়েছে বেসরকারি সংস্থা প্রচেষ্টা ও ইনডিজিনিয়াস পিপলস ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি। ইতিমধ্যে প্রকল্পের অধীনে ৫টি পানপুঞ্জিতে প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। সেগুলো হলো উগারছড়া, ইছাছড়া, বেগুনছড়া, নুনছড়া ও গুজাছড়া প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয়। এসব স্কুলে প্রায় দেড়শ আদিবাসী শিশু শিক্ষাগ্রহণ করছে। প্রতিটি স্কুলে ৩০ জন শিক্ষার্থী নিয়ে কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এই শিক্ষার্থীদের পাঠদানের জন্য নিয়োগ দেয়া হয়েছে একজন করে শিক্ষিকা। পর্যায়ক্রমে কুলাউড়া উপজেলায় ৩৯টি, জুড়ি উপজেলায় ৩টি এবং বড়লেখা উপজেলায় ১৩টি পানপুঞ্জিতে স্কুল স্থাপন করা হবে বলে প্রচেষ্টার নির্বাহী পরিচালক নবাব আলী নকী খান জানান। তিনি জানান, স্কুলগুলো মূলত দ্বিভাষী। শিক্ষার্থীদের বইও দ্বিভাষায় মুদ্রিত, স্কুলের কার্যক্রম শুরু হওয়ার ৬ মাস অতিবাহিত হলেও দ্বিভাষী বই এখনও শিক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছায়নি। বর্তমানে বইয়ের মুদ্রণ কাজ চলছে এবং কিছুদিনের মধ্যে তা শিক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছবে। উগারছড়া পুঞ্জিমন্ত্রী সুরঞ্জন মানকিন ও আদিবাসী সংগঠন কুবরাজের সভাপতি অনিল ইয়ং ইয়ং জানান, এটা আদিবাসীদের জন্য বিশাল এক প্রাপ্তি। আদিবাসী শিশুরা লেখাপড়া শিখতে পারলে তাদের অধিকার আদায় সহজ হবে।